প্রথম আলো

তারিখ ....23 APR 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

ঝিনাইদহে ভাষা প্রতিযোগের আঞ্চলিক উৎসব

সবাই চায় প্রশ্ন করতে। শিক্ষকদের কাছে তাদের জানার আছে অনেক কিছু। ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজে গতকাল এইচএসবিসি-প্রথম আলো ভাষা প্রতিযোগ উৎসবে ● ছবি : প্রথম আলো

ঝড়-বৃষ্টি ঠেলে ভাষার উৎসবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঝিনাইদহ ●

ঝড় উঠেছে; শুরু হয়েছে বৃষ্টিও। এর মধ্যে কি যাওয়া যাবে? মায়ের এমন প্রশ্নে ছেলে সাদমান সাকিবের ঝাড়া উত্তর, 'আমাকে যেতেই হবে। তুমিও সঙ্গে যাবে।' তখন কী আর করা, ছেলের সঙ্গে বের হতে হয় মাকেও। মা-ছেলে রওনা দেয় ভাষা প্রতিযোগের উৎসবে যোগ দিতে।

সাকিবের মতোই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছিল ভাষা প্রতিযোগে। এইচএসবিসি-প্রথম আলো ভাষা প্রতিযোগ-২০১৭-এর ঝিনাইদহ অঞ্চলের আসর গতকাল শনিবার বসে ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজে। সেখানেই সাকিব জানায় তার কথা। সে এসেছিল মাগুরা থেকে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীও হয় সে।

প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও আনন্দমুখর পরিবেশে গতকালের উৎসবে ঝিনাইদহ ছাড়াও মাগুরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, ফরিদপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

সকাল ৯টায় উৎসব শুরুর কথা থাকলেও ঝড়-বৃষ্টির কারণে কিছুটা বিলম্ব হয়। সাড়ে নয়টার মধ্যে উৎসবস্থলের প্যান্ডেল ভরে যায় শিক্ষার্থীতে। ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ওয়াজির আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. হাবিবুর রহমান। আর ভাষা প্রতিযোগের পতাকা উত্তোলন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম। এরপর বেলুন উড়িয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

প্রথমা প্রকাশনের ব্যবস্থাপক জাফর আহমদের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক এই উৎসবের আয়োজন করায় *প্রথম আলোকে* ধন্যবাদ জানান। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতেও এজাতীয় আরও ভালো কর্মসূচি নিয়ে তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানান।

উৎসব উদ্বোধনের পর শিক্ষার্থীরা ৪০ মিনিটের মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা শেষে ভাষা প্রতিযোগ-২০১৭-এর সহকারী সমন্বয়ক কুদরত-ই-হুদার সঞ্চালনায় শুরু হয় মজার প্রশ্নোত্তর পর্ব। আমরা এখন শ্রেণি বানান ই-কার লিখি কেন, ক্যাডেট কলেজে ইংরেজি চলে কেন, নবম শ্রেণির বইয়ে এখনো নারীকে অবলা বলা হয়েছে কেন—এ রকম নানা প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা। তাদের কৌতূহলী সব প্রশ্নের উত্তর দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, জাহাঙ্গীরনগর

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

ঝড়-বৃষ্টি ঠেলে ভাষার উৎসবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক তারেক রেজা ও শ্রীনগর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মামুন অর রশীদ। বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করায় কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বের মাঝে গান পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী রুপম।

উৎসবের শেষ পর্বে বক্তৃতায় এইচএসবিসির কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল জুবায়ের সবাইকে ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, 'বৃষ্টির মধ্যেও অনুষ্ঠানে এই উপস্থিতি প্রমাণ করে, ভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসা কত।' এই পর্বে অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানের হাতে ভেন্যু স্মারক তুলে দেন ভাষা প্রতিযোগ-২০১৭-এর সমন্বয়ক *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক অরুণ বসু।

প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক—এই চারটি বিভাগে ভাষা প্রতিযোগের ৬০ জন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তাঁদের হাতে সনদ, পদক ও বই তুলে দেন অতিথিরা। বিজয়ী শিক্ষার্থীরা ঢাকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। বিজয়ীদের মধ্যে সেরাদের সেরা হয় ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের মনস্বিতা ঘোষ। বানান বীর হয় যশোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের তনুশী সাধক। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিল ঝিনাইদহ বন্ধুসভা।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর